বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর): আইএমইডি ০৪/২০২৪ (সংশোধিত)

প্রকল্পের নাম: "লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ"

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জানুয়ারী, ২০২২ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৪ খ্রিঃ

বিভাগ : লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, লালমনিরহাট

সার্কেল: রংপুর পানি উন্নয়ন সার্কেল-০১, বাপাউবো, রংপুর

জোন : উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, আলমনগর, রংপুর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর): আইএমইডি ০৪/২০২৪ (সংশোধিত)

ক. প্রকল্পের বিবরণী:

০১.	প্রকল্পের নাম	:	"লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ
০২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
০৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)
০৪.	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/ বিভাগ	:	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সেচ উইং)
০৫.	প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	:	বিনিয়োগ

০৬.	প্রকল্পের অবস্থান (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	:	

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	মহানগর/পৌরসভা/উপজেলা
০১	রংপুর	লালমনিরহাট	মহিষখোচা

০৭. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়), বাস্তবায়নকাল এবং অনুমোদন:

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
	মোট	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
মূল	৪৯৩৪.৯৫	৪৯৩৪.৯৫	-	জানুয়ারী'২২ হতে জুন'২৩	১০-০২-২০২২	-	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১ম সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)							
২য় সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)							
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	৪৯৩৪.৯৫	৪৯৩৪.৯৫	-	জানুয়ারী'২২ হতে জুন'২৪	০৯-০৭-২০২৩	২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি ও সংশোধিত এডিপি তে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় না পাওয়ায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে বিল পরিশোধের জটিলতা	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
	মোট	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
						এবং নির্মাণ সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি কারনে ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটেছে	
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (২য় বার)							
আন্ত:অঙ্গ ব্যয় সমন্বয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)							

০৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

৮.১ সার্বিক (যদি থাকে): প্রযোজ্য নয়।

৮.২ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):

- লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলাধীন মহিষখোচা ইউনিয়নের প্রস্তাবিত এলাকাকে তিস্তা নদীর বামতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।
- তিস্তা নদীর বামতীরে ২.৪৫০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, ২টি স্পারসহ নদীর তীরের ভাঙ্গন রোধ করা।
- ২৫০১৫.০০ লক্ষ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত (প্রায় ৫০.০০ হাজার) জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও পরিবেশগত উন্নতি সাধন করা।

০৯. প্রকল্পের পটভুমি (সংক্ষিপ্ত)

তিস্তা নদী বাংলাদেশ-ভারতের একটি আন্তঃসীমান্ত নদী। এটি ভারতের সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার কালীগঞ্জ সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তিস্তা নদীটি নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চিলমারী নদী বন্দরের দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিস্তা নদীর সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৩১৫.০০ কিমি, তার মধ্যে ১১৫.০০ কিমি বাংলাদেশ ভূখন্ডে অবস্থিত। তিস্তা খরস্রোতা ও পাহাড়ী নদী হওয়ায় প্রচুর পরিমানে পলি বহন করে। যা ডুব চরের সৃষ্টি করে নদীর গতিপথ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করে। ফলে তিস্তা নদীর বামতীরে ব্যাপক আকারে নদী ভাঙ্গন দেখা দেয় যা প্রতিবছর অব্যাহত আছে। বিগত ২০০৩-২০০৫ সালে লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলাধীন মহিষখোচা ইউনিয়নের চন্ডিমারী নামক স্থানে "তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হতে চন্ডিমারী পর্যন্ত) প্রকল্প" এর আওতায় তিস্তা নদীর বামতীরের বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের কিঃমিঃ ১৮.৮৯০ তে প্রায় ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১৪১০.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের (মাটির শ্যাংক=১৩১১.০০ মিটার, আরসিসি অংশ = ৯৯.০০ মিটার) চন্ডিমারী স্পার-১ এবং মহিষখোচা নামক স্থানে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের কিঃমিঃ ১৫.১৯০ তে প্রায় ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১০৯৮.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের (মাটির শ্যাংক=৯৯৯.০০ মিটার, আরসিসি অংশ = ৯৯.০০ মিটার) মহিষখোচা স্পার-২ নির্মাণ করা হয়। আদিতমারী উপজেলায় তিস্তা নদীর বামতীরে স্পার ২ টির মধ্যবর্তী দূরত্ব ৩.৭০ কিঃমিঃ।

স্পার দুটি নির্মানের সময় কিংবা ২০১১ সাল পর্যন্ত নদীর গতি প্রবাহ স্পারের ধারনা অনুযায়ী কাজ করে ফলে মধ্যবর্তী স্থানে কোন নদী ভাংগন সমস্যা দেখা দেয়নি। ২০১১ সালের বন্যা ও পরবর্তী সময়ে নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন ঘটে এবং দুই স্পারের মধ্যবর্তী

স্থানে নদীর প্রবাহ প্রায় লম্বভাবে তীরে আঘাত হানতে থাকে। নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের কারনে স্পার ২ টির নকশা প্রনয়নকালে যে ধারনা করা হয়েছিল বাস্তবে তার কার্যকারীতা হারিয়ে ফেলে এবং ব্যপক নদী ভাংগন সংঘটিত হয়। গুগল স্যাটেলাইট ইমেজ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, গত ২০১৪ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৯০০.০০ মিটার পর্যন্ত ব্যাংক লাইন শিফট হয়েছে এবং শুধুমাত্র ২০২০ সালেই ৩০০.০০ মিটার পর্যন্ত ব্যাংক লাইন শিফট হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মাননীয় সংসদ সদস্য এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানটি স্থায়ীভাবে রক্ষার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডকে অনুরোধ করেন।

বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে মহিষখোচা ইউনিয়নের ২ স্পারের মধ্যবর্তী স্থানে ভাংগন রোধ কল্পে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২.০০ কিঃমিঃ স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজের জন্য প্রায় ৬২.০০ কোটি টাকার একটি প্রস্তাবনা বোর্ডে প্রেরণ করা হয় পরবর্তীতে বর্নিত কাজের জন্য বিশেষ বরাদ্দ চেয়ে প্রস্তাবনাটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এই কাজের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ বরাদ্দের সংস্থান করতে না পাড়ায় একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা(ডিপিপি) দ্রুত প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা পাওয়া যায়।

বর্নিত স্থানটি রক্ষার্থে তৎকালীন মাননীয় সংসদ সদস্য ১৭-লালমনিরহাট-২ ও মাননীয় মন্ত্রী, সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয় জনাব নুরুজ্জামান আহম্মেদ একাধিকবার মোবাইল ফোনে নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল কে নির্দেশনা প্রদান করেন। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জনাব কবীর বিন আনোয়ার গত ১২/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে স্থানটি পরিদর্শন করে দ্রুত স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের আশ্বাস প্রদান করেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব একেএম এনামুল হক শামীম মহোদয় গত ০৮/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে মহিষখোচা নামক স্থানটি রক্ষায় একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা(ডিপিপি) প্রনয়নের জন্য নির্বাহী প্রকৌশরীকে নির্দেশ প্রদান করেন।

বর্নিত এলাকাটিতে ব্যাপক নদী ভাংগনের খবর বিভিন্ন পত্রিকা এবং স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রচারিত হওয়ায় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন বিবেচনা করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্নেল(অবঃ) জাহিদ ফারুক মহোদয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন), মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়সহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জেলা প্রশাসন গত ২৬/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে মহিষখোচা নামক স্থানটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয় পানি উন্নয়ন বোর্ডকে প্রকল্প প্রস্তাবনা দ্রুত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরনের নির্দেশ প্রদান করেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ যাচাই পূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক গত ১০/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। গত ১৪/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের সরকারী আদেশ জারী করা হয় এবং গত ২৪/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

১০. প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- নদী তীর সংরক্ষণ = ২.৪৫০ কিঃমিঃ

১১. প্রকল্প সংশোধনের কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

প্রকল্পটি সংশোধন হয়নি।

১২. ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

- ১ম বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিঃ প্রকল্পটির ১০-০২-২০২৪খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হলেও দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন সম্পন্ন পূর্বক প্রকল্পের ৮টি প্যাকেজের কার্যাদেশ জুলাই'২০২২ এ প্রদান করা ২০২২ সালে দীর্ঘ মেয়াদী বন্যা এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি ও সংশোধিত এডিপি তে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় না পাওয়ায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে বিল পরিশোধের জটিলতা এবং নির্মাণ সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি কারনে ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটেছে ইত্যাদি বিবেচনায় উর্ধ্বতন দপ্তরে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে পাসম স্মারকঃ ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০৪০.২০-০২, তারিখঃ ০৯/০৭/২০২৩খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ জুন'২০২৪ পর্যন্ত (এক বছর) বৃদ্ধি করা হয়।

১৩. **প্রকল্পের অর্থায়ন (লক্ষ টাকায়):**

উৎস / ধরন	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	অন্যান্য	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)=(২+৩+৪)
বিনিয়োগ	৪৯৩৪.৯৫	-	-	৪৯৩৪.৯৫
ঋণ	-	-	-	-
ইক্যুইটি	-	-	-	-
অনুদান	-	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-	-
মোট	৪৯৩৪.৯৫	-	-	৪৯৩৪.৯৫

খ. বাস্তবায়ন অবস্থা

১৪. **বাস্তবায়নকাল:**

অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি (মূল মেয়াদের %)	মন্তব্য
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
জানুয়ারী'২২ হতে জুন'২৩	জানুয়ারী'২২ হতে জুন'২৪	জানুয়ারী'২২ হতে জুন'২৪	+ (৬৭.০৩%)	২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি ও সংশোধিত এডিপি তে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় না পাওয়ায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে বিল পরিশোধের জটিলতা এবং নির্মাণ সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি কারনে ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটেছে ইত্যাদি বিবেচনায় উর্ধ্বতন দপ্তরে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে পাসম স্মারকঃ ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০৪০.২০-০২, তারিখঃ ০৯/০৭/২০২৩খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ জুন'২০২৪ পর্যন্ত (এক বছর) বৃদ্ধি করা হয়।

১৫. **প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)**

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি (মূল ব্যয়ের %)	মন্তব্য
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৪৯৩৪.৯৫	৪৯৩৪.৯৫	৪৪২৯.৩৭	(-) (১০.২৫%)	প্রকল্পের ৮টি প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্যের বিপরীতে মূল্যায়ন পরবর্তী ঠিকাদারের

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি (মূল ব্যয়ের %)	মন্তব্য
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				উদ্ধৃত নিম্নদর চুক্তিমূল্য হিসেবে গ্রহষ করা হয়েছে। পরবর্তীতে টাস্কফোর্স কর্তৃক নদীতীর সংরক্ষণ কাজের ক্ষেত্রে সিসি ব্লক এবং জিও বস্তা গননার প্রতিবেদন ও টেস্ট রেজাল্টের আলোকে গৃহীত জিও বস্তা ও
				ব্লকের সংখ্যা নির্ধারন পূর্বক প্যাকেজ সমূহের চূড়ান্ত বিল
				প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় মূল ডিপিপি ব্যয় অপেক্ষা ১০.২৫% হ্রাস পেয়েছে।

১৬. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমানুসারে):**

নাম, আইডি, মূল পদবি, গ্রেড ও মোবাইল নম্বর	দায়িত্বের ধরণ		একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত (হ্যাঁ/না)	সময়কাল (তারিখ)		মন্তব্য
	পূর্ণকালীন (হ্যাঁ/না)	অতিরিক্ত দায়িত্ব (হ্যাঁ/না)		যোগদান	অবমুক্তি	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
মোঃ মিজানুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গ্রেড-০৪, ০১৭১২২১৬৪৯৫	হ্যাঁ	না	না	১০-০৩-২০২২	২০-০৩-২০২৩	লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ
শুনীল কুমার, ৯০০৮০৭০০১ নির্বাহী প্রকৌশলী, গ্রেড-০৬, ০১৭২২৬৭৭৮৭৭	হ্যাঁ	না	না	০৮-০৫-২০২৩	৩০-০৬-২০২৪	লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ

১৭. প্রকল্পের জনবল:

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জনবল: প্রকল্পটি লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগের বিদ্যমান কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল	বাস্তবায়নকালে নিয়োগকৃত জনবল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০১			
প্রকল্পটি লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, লালমনিরহাট দপ্তরের বিদ্যমান জনবল কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে।			
মোট			

(খ) প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রয়োজনীয় জনবলের তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

ক্রমিক নং	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে (হ্যাঁ/না)	নিয়োগ সম্পন্ন না হলে তার কারণ ও সর্বশেষ অবস্থা
	পদের নাম ও গ্রেড	সংখ্যা		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
প্রকল্পটি লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, লালমনিরহাট দপ্তরের বিদ্যমান জনবল কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হয়নি।				
মোট				

১৮. **প্রশিক্ষণ (স্থানীয়/বৈদেশিক):**

ধরন	ক্রমিক নং	দিন/সপ্তাহ/মাস, ব্যাচ ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা					
		প্রকল্প দলিল অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত অর্জন		
		দিন/সপ্তাহ/মাস	ব্যাচ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	দিন/সপ্তাহ/মাস	ব্যাচ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৯)
প্রকল্পটির আওতায় কোনো স্থানীয়/বৈদেশিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা ছিলো না।							
মোট							

১৯. **অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী):**

অংশের নাম	একক	পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয়				প্রকৃত অর্জন			
			মোট	জিওবি	নিজস্ব/	অন্যান্য	মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
(ক) রাজস্ব ব্যয়:										
ভ্রমন ব্যয়	দফা	১	২.০০	২.০০	-	-	১.৯৯০	১.৯৯০	-	-
পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	দফা	১	৫.০০	৫.০০	-	-	৪.৭৯৪	৪.৭৯৪	-	-
মুদ্রণ ও বাঁধাই	দফা	১	১.৫০	১.৫০	-	-	১.৪৯৯	১.৪৯৯	-	-
সীল ও স্ট্যাম্প	দফা	১	২.০০	২.০০	-	-	২.০০	২.০০	-	-
প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	দফা	১	১.০০	১.০০	-	-	০.৯৯৯	০.৯৯৯	-	-
সম্মানী ভাতা (পিএসসি, পিআইসি ও অন্যান্য কমিটি)	দফা	১	২.৫০	২.৫০	-	-	২.৪৮৩	২.৪৮৩	-	-
জরিপ	দফা	১	৪.০০	৪.০০	-	-	৩.৯৯৫	৩.৯৯৫	-	-
মোটরযান (দপ্তরের পুরাতন জীপ ৩টি ও মোটর সাইকেল ৪টি মেরামত)	দফা	১	২.০০	২.০০	-	-	১.৯৬১	১.৯৬১	-	-
উপমোট (রাজস্ব ব্যয়)			২০.০০	২০.০০			১৯.৭২১	১৯.৭২১		

অংগের নাম	একক	পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয়				প্রকৃত অর্জন			
			মোট	জিওবি	নিজস্ব/	অন্যান্য	মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
(খ) মুলধন										
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (প্রিন্টারসহ এক্সসরিজ)	সংখ্যা	১	১.০০	১.০০			১.০০	১.০০		
নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ।	কিঃমিঃ	২.৪৫০	৪৮৭৩.৯৫	৪৮৭৩.৯৫			৪৪০৮.৬৫	৪৪০৮.৬৫		
উপমোট (মুলধন ব্যয়)			৪৮৭৪.৯৫	৪৮৭৪.৯৫			৪৪০৯.৬৫	৪৪০৯.৬৫		
মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মুলধন)			৪৮৯৪.৯৫	৪৮৯৪.৯৫			৪৪২৯.৩৭	৪৪২৯.৩৭		
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি			২০.০০	২০.০০			-	-		
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি			২০.০০	২০.০০			-	-		
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় [(ক)+(খ)+(গ)+(ঘ)]=			৪৯৩৪.৯৫	৪৯৩৪.৯৫			৪৪২৯.৩৭	৪৪২৯.৩৭		

২০. যানবাহন ক্রয় সংক্রান্ত:

যানবাহনের ধরন	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী সংখ্যা	ক্রয়ের সংখ্যা ও ক্রয়ের তারিখ	সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন পুলে হস্তান্তরের সংখ্যা ও তারিখ	ও এন্ড এম-এ হস্তান্তরের সংখ্যা, মেমো নং, তারিখ	বাতিল ঘোষণা হয়ে থাকলে তার সংখ্যা, মেমো নং, তারিখ	পরবর্তীতে ফেরৎ/স্থানান্তর	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
প্রকল্পটির আওতায় নতুন কোনো যানবাহন ক্রয়পরিকল্পনায় না থাকায় ক্রয় করা হয়নি							

২১. প্রকল্পের পরামর্শক সংক্রান্ত (স্থানীয়/বৈদেশিক):

পরামর্শকের ধরন	জন-মাস		প্রকৃত জন-মাস এর তথ্য	ডেলিভারেবলের সংখ্যা		মন্তব্য
	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী	চুক্তি অনুযায়ী		প্রকল্প দলিল অনুযায়ী	প্রকৃত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
ক) স্থানীয়	প্রযোজ্য নয়।					
খ) বৈদেশিক						

২২. অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি স্থাপন:

অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির বিবরণ	পরিমাণ (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী	ক্রয়ের পরিমাণ (তারিখসহ)	ও এন্ড এম-এ হস্তান্তরের তারিখ	বিধি অনুযায়ী বাতিল ঘোষণার তারিখ	অবশিষ্ট	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
প্রযোজ্য নয়।						

২৩. **পণ্য, কার্য এ সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:**

২৩.১ **প্যাকেজসমূহের এর তথ্য:**

ক) প্রকল্প দলিল অনুযায়ী মোট প্যাকেজের সংখ্যা: ৯টি; তার মধ্যে পণ্য ১টি, কার্য ৮টি ও সেবা ০গটি।

খ) ক্রয়কৃত মোট প্যাকেজের সংখ্যা: ৯টি; তার মধ্যে পণ্য ১টি, কার্য ৮টি ও সেবা ০০টি।

গ) কোন প্যাকেজের ক্রয় সম্পন্ন না হলে তার কারণ (যদি থাকে): প্রযোজ্য নয়।

ঘ) যে সকল প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য প্রকল্পের মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূলের ১% এর বেশী তার সংখ্যা: ৮টি; তার মধ্যে পণ্য ০০টি, কার্য ৮টি ও সেবা ০০টি।

২৩.২ **প্যাকেজ ভিত্তিক পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের তথ্য (প্রতি ক্ষেত্রে ব্যয়ের ক্রমানুসারে সর্বোচ্চ ৫০টি প্যাকেজ):** সংযুক্তি -ক, সংযুক্তি -খ এবং সংযুক্তি-গ অনুযায়ী তথ্যাদি প্রদান করতে হবে।

গ. আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন

২৪. **মূল এবং সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা:** **(লক্ষ টাকায়)**

অর্থ বছর	আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (মূল প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)				আর্থিক ও বাস্তব অর্জন (সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী			
	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন/ অন্যান্য	বাস্তব (%)	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন/ অন্যান্য	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০২১-২২	৩৪৬৮.২৭	৩৪৬৮.২৭	-	৭০.২৮%	০.০০	০.০০	-	-
২০২২-২৩	১৪৬৬.৬৯	১৪৬৬.৬৯	-	২৯.৭২%	৩০০০.০০	৩০০০.০০	-	৬০.৭৯%
২০২৩-২৪	-	-	-	-	১৯৩৪.৯৫	১৯৩৪.৯৫	-	৩৯.২১%
সর্বমোট=	৪৯৩৪.৯৫	৪৯৩৪.৯৫	-	১০০.০০%	৪৯৩৪.৯৫	৪৯৩৪.৯৫	-	১০০.০০%

২৫. **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং আর্থিক ও বাস্তব অর্জন:** **(লক্ষ টাকায়)**

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা				অর্থছাড় জিওবি	আর্থিক ও বাস্তব অর্জন				অব্যয়িত ছাড়কৃত জিওবি
	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তব (%)		মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তব (%)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
২০২১-২২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০২২-২৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০	০.০০	৬০.৭৯%	৩০০০.০০	২৯৯৬.৪২	২৯৯৬.৪২	০.০০	৬০.৭২%	৩.৫৮
২০২৩-২৪	১৪৭৫.০০	১৪৭৫.০০	০.০০	২৯.৮৯%	১৪৭৫.০০	১৪৩২.৯৫	১৪৩২.৯৫	০.০০	২৯.০৪%	৪২.০৫
মোট					৪৪৭৫.০০	৪৪২৯.৩৭	৪৪২৯.৩৭		৮৯.৭৬%	৪৫.৬৩

ঘ. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

২৬. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রকৃত অর্জন ও উদ্দেশ্য অর্জনে ঘাটতির কারণ (যদি থাকে):**

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	অর্জনে ঘাটতি থাকলে তার কারণ
(১) লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলাধীন মহিষখোচা ইউনিয়নের প্রস্তাবিত এলাকাকে তিস্তা নদীর বামতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।	প্রকল্প এলাকায় ২.৪৫০ কিঃমিঃ স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের ফলে চলতি বছরের বন্যায় প্রকল্প এলাকায় নদী-তীর ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি।	পরিলক্ষিত হয়নি।

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	অর্জনে ঘাটতি থাকলে তার কারণ
(২) তিস্তা নদীর বামতীরে ২.৪৫০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, ২টি স্পারসহ নদীর তীরের ভাঙ্গন রোধ করা।	প্রকল্প এলাকায় ২.৪৫০ কিঃমিঃ স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের ফলে তীর প্রতিরক্ষা কাজের নিকটে তিস্তা বাম বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধটি নদী ভাঙ্গানের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। একইসাথে প্রকল্পের ১নং প্যাকেজের ভাটিতে অবস্থিত স্পার-০২টি নদী ভাঙ্গণের	পরিলক্ষিত হয়নি।
(৩) ২৫০১৫.০০ লক্ষ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত (প্রায় ৫০.০০ হাজার) জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও পরিবেশগত উন্নতি সাধন করা।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদীর গতিপথ ও পানির প্রবাহ স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে এসেছে ফলে এলাকার পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের মানোন্নয়ন হয়েছে। একইসাথে নদী ভাঙ্গন রোধের কারনে কৃষিজ জমিতে গত অর্থ-বছরে ব্যাপক ফলন হয়েছে এবং বাস্তুচ্যুত মানুষের নিরাপদ আশ্রয়, ভূমির মুল্যবৃদ্ধি সহ আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।	পরিলক্ষিত হয়নি।

ঙ. বেনিফিট বিশ্লেষণ

২৭. বার্ষিক আউটপুট:

আউটপুটসমূহ	একক	প্রত্যাশিত উৎপাদনের পরিমাণ (পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর হলে)	পূর্ণমাত্রায় কার্যকর হবার পর ১ম বছরের প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ
ক) আবাদী জমি	হেক্টর	২৮০.০০	প্রকল্পটি সম্প্রতি জুন/২০২৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকৃত আউটপুট/উৎপাদনের পরিমান প্রকল্প সমাপ্তির এক বছর পরে নিরুপন করা যেতে পারে।
খ) পাকা বাড়ী	টি	১০	
গ) সেমিপাকা বাড়ী	টি	১৭৫	
ঘ) কাঁচা বাড়ী	টি	২২০০	
ঙ) পাকা রাস্তা	কিঃমিঃ	৮.০০	
চ) কাঁচা রাস্তা	কিঃমিঃ	২৫.০০	
ছ) ব্রীজ/কালভার্ট	টি	৬	
জ) হাট-বাজার	টি	৫	
ঝ) মসজিদ	টি	৬	
ঞ) মন্দির	টি	২	
ট) প্রাইমারী স্কুল	টি	৪	
ঠ) হাইস্কুল	টি	২	
ড) ঈদ গাহ	টি	৪	
ঢ) দাখিল মাদ্রাসা	টি	২	
ণ) কওমী মাদ্রাসা	টি	৩	
ত) কিন্ডার গার্ডেন	টি	৪	
থ) লিল্লাহ বোডিং	টি	২	
দ) আনন্দ স্কুল	টি	৩	
ধ) খাদ্য শস্য	টন	৩০০.০০	
ন) স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্স	টি	১	
প) কমিউনিটি ক্লিনিক	টি	১	
ফ) ডাকঘর	টি	১	
ব) গভীর নলকপ	টি	১	
ভ) খাদ্য গুদাম	টি	১	

২৮. কস্ট বেনিফিট:

বিবরণ	প্রাক্কলিত	প্রকৃত
(১) প্রকল্পের বেনিফিট কস্ট - এর অনুপাত (ক) আর্থিক (খ) অর্থনৈতিক (২) ইনটারনাল রেট অব রিটার্ন (ক) আর্থিক (খ) অর্থনৈতিক	 ১.৭৬ : ১.০০ ২.০৫: ১.০০ ২২.৮২% ২৬.৫৬%	প্রকল্পের প্রকৃত বেনিফিট কস্ট - এর অনুপাত (BCR) এবং ইনটারনাল রেট অব রিটার্ন (IRR) সমাপ্তির এক বছর পরে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

২৯. প্রকল্পের প্রত্যাশিত ও প্রকৃত বেনিফিটের মধ্যে কোন ঘাটতি থাকলে তার কারণ উল্লেখ করুন:

প্রকল্পটি গত জুন/২০২৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের প্রকৃত বেনিফিট কস্ট - এর অনুপাত (BCR) এবং ইনটারনাল রেট অব রিটার্ন (IRR) সমাপ্তির এক বছর পরে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

চ. পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষণ

৩০. প্রকল্প বাস্তবায়নকালের পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত:

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
ক) আইএমইডি				
মোহাম্মদ সাইফুর রহমান উপ-পরিচালক, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪	১২ মে ২০২৩ খ্রিঃ	(০১) কার্যাদেশ মোতাবেক সমাপ্তির জন্য ২৯ জুন/ ২০২৩ খ্রিঃ নির্ধারিত। প্রকল্পটি ভৌত কাজের বর্তমান অগ্রগতির সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত সম্ভব নয়। (০২) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি ও সংশোধিত এডিপি তে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় না পাওয়ায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে বিল পরিশোধের জটিলতা।	২০২২ সালে দীর্ঘ মেয়াদী বন্যা এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি ও সংশোধিত এডিপি তে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় না পাওয়ায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে বিল পরিশোধের জটিলতা এবং নির্মাণ সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি কারনে ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটেছে ইত্যাদি বিবেচনায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুন-২০২৪ পর্যন্ত অর্থাৎ ০১(এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে।	প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুন-২০২৪ পর্যন্ত অর্থাৎ ০৫(পাঁচ মাস) বর্ধিত করা হয়। নির্ধারিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় এবং অর্থ বরাদ্দ পাওয়ায় প্রকল্পটি সম্পাদিত কাজের বিপরীতে বিল পরিশোধ হয়।
খ) মন্ত্রণালয়/সংস্থা:				
মোহাম্মদ আব্দুর রহিম রিপন উপসচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উন্নয়ন-২ শাখা বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।	০৭-০৮ জুন ২০২৪ খ্রিঃ	প্রকল্পটির আওতায় সকল প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত। স্থানীয় জনগনের সাথে কথা বলে জানা যায়, তারা কাজের মান নিয়ে সন্তুষ্ট এবং অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন মোতাবেক ৩% সি.সি ব্লক স্টক হিসাবে রাখা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি, তবে প্রকল্পটির কাজের	৩% সি.সি স্টক ব্লক গুলো ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য যথাযথ ভাবে সংরক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রকল্পটির উজানে ১৪০০.০০ মিটার ও ভাটিতে ১৩৫০.০০ মিটার নদী ভাঙ্গন রোধের ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন।	প্রতিটি প্যাকেজের ৩% সি.সি স্টক ব্লক গুলো ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য যথাযথ ভাবে সংরক্ষন করা হয়েছে।

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
		উজানে ১৪০০.০০ মিটার ও ভাটিতে ১৩৫০.০০ মিটার প্রবল নদী ভাঙ্গন রয়েছে।		
মোঃ রবিউল আলম যুগ্মসচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উন্নয়ন-২ অধিশাখা বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।	০৮ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ	প্রকল্পটির আওতায় কয়েকটি প্যাকেজ কাজ পরিদর্শণ করা হয়। সমাপ্তকৃত প্যাকেজগুলোর কাজ সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়।	নিয়মিতভাবে প্রকল্পটির কাজ পরিদর্শন করতে হবে, যাতে কোন ধরণের ত্রুটি/সমস্যা দেখা দিলে তাৎক্ষনিকভাবে সমাধান করা যায়।	প্রকল্পটির কাজ সার্বক্ষনিক পযর্বেক্ষন/ মনিটরিং করা হয়।
মোঃ মাহবুবর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর	একাধিক বার	পরীলক্ষিত হয়নি	তীর প্রতিরক্ষা কাজের স্লোপে মাটির কাজে যথাযথ কম্পাকশন এবং আরসিসি কাজের ক্ষেত্রে মান সম্পন্ন নির্মান উপকরন ব্যবহার করে কঠোর তদারকির মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।	মাটির কাজে যথাযথ কম্পাকশন এবং আরসিসি কাজের ক্ষেত্রে মান সম্পন্ন নির্মান উপকরন ব্যবহার করে কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ল্যাবরেটরি টেস্টে সন্তোষজনক রেজাল্ট পাওয়া গেছে।
গ) কারিগরি কমিটি				
জনাব,উম্মে মাহফুজা হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,ডিজাইন সার্কেল-০৬,বাপাউবো ঢাকা। জনাব, এ.টি.এম রেজাউর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী(পুর), কোয়ালিটি কন্ট্রোল এন্ড অ্যাসুরেন্স সেল (পশ্চিম রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা। জনাব, এ, কে, এম, মমিনুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী(পুর), প্রধান প্রকৌশলী মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। জনাব, ফাইয়াজ জালাল উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী(পুর), ডিজাইন সার্কেল-৬, বাপাউবো, ঢাকা।	২২ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ	(০১) পরিদর্শনকালে স্লোপের ব্লকের নিম্নতলে ফিল্টার ম্যাটেরিয়ালের উপস্থিতি যাচাই করা হয়। (০২) ডিজাইন অনুযায়ী নদীর ব্যাংক লাইন-এর উপরের ব্লকগুলো নদী তীরের মাটি সমতলের সাথে মিলে (Flush) থাকার কথা থাকলেও কিছু কিছু স্থানে তা কিছুটা উচুতে পাওয়া যায় (৩) গোবর্ধন স্পার-২ (মহিষখোচা) নদীর ব্যাংক লাইন-এর সাথে ৯০ ডিগ্রি কোনে মিলিত। এ স্থানে স্পারটির earthen shank হতে তীর সংরক্ষণ কাজ নিরবিচ্ছিন্নভাবে নদীর ব্যাংক লাইন এর সাথে align করে চলে গেছে। (৪) অধিকাংশ স্থানে চর পড়ে যাওয়ায় লঞ্চিং	(০১) স্লোপের ব্লকের নিম্নতলে ফিল্টার ম্যাটেরিয়াল (খোয়া, বালি, জিও ফিল্টার) পাওয়া গিয়েছে। (২) এটা যথা সম্ভব নদী তীর মাটি সমতলের সাথে মিলিয়ে (Flush) হবে অন্যথায় জলাবদ্ধতা সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। (০২) নদীর ব্যাংক লাইন এর উপরের ব্লকগুলো নদী তীরের কিছু কিছু স্থানে মাটি সমতলের সাথে তৈরি করতে হবে। (৩) যেহেতু এখানে প্রায় ৯০ ডিগ্রি বাঁক রয়েছে, তাই এ স্থানে ডাম্পিং/লঞ্চিং ম্যাটারিয়াল (ব্লক ও জিও ব্যাগ)-এর বিন্যাস ও কভারেজ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে মাঠ দপ্তর কর্তৃক	(০১) স্লোপের ব্লকের নিম্নতলে ফিল্টার ম্যাটেরিয়াল (খোয়া, বালি, জিও ফিল্টার) নকশা মোতাবেক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। (০২ যে সকল স্থানে Shoulder এর সাথে মাটি সমতল নিচু রয়েছে, সেখানে মেরামত করা হয়েছে। (৩) বাঁকের স্থানে smooth ভাবে স্লোপ এর কাজ করা হয়েছে। একইসাথে

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
		ম্যাটেরিয়াল পুরোপুরি দৃশ্যমান নয়। (৫) প্রকল্প এলাকায় নদী তীরের ঠিক পাশেই সি.সি. ব্লকের Stock Pile পরিলক্ষিত হয়েছে। (৬) পরিদর্শনকালে কি.মি. পোষ্ট লক্ষ্য করা যায় নি।	নিশ্চিত করা প্রয়োজন। (৪) নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের কারনে চর পড়েছে। চর পরলেও কাজটি যথযথভাবে ডিজাইন লেভেল অনুযায়ী করতে হবে। কারণ যেকোনো সময়ে এ চর সরে নদী তীরকে আঘাত করতে পারে। (৫) Stock Pile -গুলো যেন প্রয়োজনে দীর্ঘ দিন সংরক্ষণ করা যায় সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। (৬) নকশা অনুযায়ী কি.মি. পোষ্ট নির্মাণ করা প্রয়োজন।	ডাম্পিং/লঞ্চিং ম্যাটারিয়াল (ব্লক ও জিও ব্যাগ)-এর বিন্যাস ও কভারেজ নকশা মোতাবেক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। (৪) কাজ বাস্তবায়নের সময়ে অনুমোদিত নকশা মোতাবেক লেভেল অনুসরণপূর্বক লঞ্চিং ম্যাটেরিয়াল ডাম্পিং করা হয়েছে। ২০২৩ সালের বন্যা পরবর্তীতে সময়ে লঞ্চিং এপ্রোনের উপরিভাগ এবং এর অগ্রভাগে বিস্তির্ণ এলাকাজুড়ে চর এর সৃষ্টি হয়েছে। (৫) Stock Pile -গুলো সংরক্ষণ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। (৬) কি.মি. পোষ্ট নির্মাণ এর কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৩১. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ও সমাপ্তির পর নিরীক্ষণ সংক্রান্ত:

(ক) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা:

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা সময়কাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	পর্যবেক্ষণ/আপত্তি ও অর্থের সংশ্লেষ (পরিমাণ)	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা (না হলে বর্তমান অবস্থা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়নি।				

(খ) বহিঃনিরীক্ষা:

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা সময়কাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	পর্যবেক্ষণ/আপত্তি ও অর্থের সংশ্লেষ (পরিমাণ)	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা (না হলে বর্তমান অবস্থা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১	২০২২-২০২৩	১৯-১০-২০২৩	টাস্কফোর্স কমিটির প্রতবিদেন গৃহীত সিসি ব্লকের সংখ্যা অপক্ষো অধকি সিসি ব্লকের বিল পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি। অর্থের পরিমাণ ৬২,৫৬,৫২৪/-	জবাব দাখিল করা হয়েছিল। পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে পুনঃজবাব দাখিল করা হয়েছে।
২			চুক্তি পত্ররে শর্ত মোতাবকে ঠিকা চুক্তির বিবিধি ঝুঁকির উপর বিমা না করায় প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট র্কতন বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। অর্থের পরিমাণ ৩,৬৭,২৪৮/-	জবাব দাখিল করা হয়েছে। আপত্তি নিষ্পত্তির পত্র অত্র দপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।
মোট আপত্তির সংখ্যা ও আপত্তিকৃত টাকার পরিমাণ			মোট আপত্তির সংখ্যা ২টি ও টাকার পরিমাণ ৬৬,২৩,৭৭২/-	

ছ. প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর মন্তব্য

৩২. প্রকল্পের বিষয়ে সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):

৩২.১. **পটভূমিঃ** তিস্তা বাংলাদেশের একটি আন্তসীমান্ত নদী। লালমনিরহাট জেলার ৫টি উপজেলা দিয়েই নদীটি প্রবাহিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক নদী হওয়ার দরুন বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত জনিত কারণে সংঘটিত বন্যার পাশাপাশি উজানে অবস্থিত ভারতের পাহাড়ী ঢলের কারণে প্রতি বছর লালমনিরহাট জেলায় তিস্তা অববাহিকায় আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়। আকস্মিক বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমান বৃদ্ধি পায়। বন্যার স্থায়ীত্ব স্বল্পমেয়াদী হলেও পানির তীব্র গতিবেগ এবং তিস্তা নদী পাড়ের মাটির বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রতিবছর লালমনিরহাট জেলায় তীব্র ভাঙ্গণ সৃষ্টি হয়। ভাঙ্গণ রোধে বামতীরে বিগত ২০০৩-০৫ সালে ৫টি স্পার নির্মান করা হয়। এর ধারাবহিকতায় আদিতমারী উপজেলায় তিস্তা নদীর বামতীরে স্পার ২ টির মধ্যবর্তী দুরত্ব ৩.৭০ কিঃমিঃ, আরদেন শ্যাংকসহ স্পার-১ এর দৈর্ঘ্য ১.৪১ কিঃমিঃ। স্পারগুলি নির্মানের সময় নকশা প্রনয়নকালে বিবেচনা করা হয় যে স্পার-১ এর প্রভাবে প্রায় ২.৫ গুন ৩.৫৩ কিঃমিঃ অর্থাৎ দুই স্পারের মধ্যবর্তী দুরত্ব পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। স্পার দুটি নির্মানের সময় কিংবা ২০১১ সাল পর্যন্ত নদীর গতি প্রবাহ স্পারের ধারনা অনুযায়ী কাজ করে ফলে মধ্যবর্তী স্থানে কোন নদী ভাংগন সমস্যা দেখা দেয়নি। ২০১১ সালের বন্যা ও পরবর্তী সময়ে নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন ঘটে এবং দুই স্পারের মধ্যবর্তী স্থানে নদীর প্রবাহ প্রায় লম্বভাবে তীরে আঘাত হানতে থাকে। নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের কারনে স্পার ২ টির নকশা প্রনয়নকালে যে ধারনা করা হয়েছিল বাস্তবে তার কার্যকারীতা হারিয়ে ফেলে এবং ব্যপক নদী ভাংগন সংঘটিত হয়। পার্শ্ববর্তী স্পার সমূহের কার্যকারিতা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে এলাকার স্থানীয় জনগনের নিজস্ব উদ্যোগে ২০১১ সালে তিস্তা নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ১৭.৭৯০ তে নদীর তীরের সাথে লম্বভাবে প্রায় ১.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে বালির বাঁধ নির্মাণ করেন যা অনেকটা স্পারের ন্যায় কাজ করে। বিগত সালের বছর গুলোতে লালমনিরহাট পওর বিভাগ কর্তৃক জরুরী আপনদকালী কাজের আওতায় তিস্তা নদীর বামতীরে বালি ভর্তি জিও ব্যাগ স্থাপন করে ভাঙ্গন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে বন্যায় চন্ডিমারী স্পাার-১ ও মহিষখোচা স্পার-২ এর মধ্যবর্তী অংশে ডুব চরের সৃষ্টি হয়ে ব্যপক নদী ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং বহু ঘরবাড়ী, ফসলী জমি, অন্যান্য স্থাপনা ও বালির বাধের প্রায় ৪০০.০০ মিটার নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এতে করে অব্যাহত নদীতীর ভাঙ্গন এলাকাবাসীর জন্য একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। বর্ণিত কারনে একটি বাস্তব সম্মত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ভাঙ্গন কবলিত স্থানসমূহে স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

৩২.২ **যৌক্তিকতা/পর্যাপ্ততাঃ** বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ২ স্পারের মধ্যবর্তী স্থানে ভাংগন রোধ কল্পে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২.০০ কিঃমিঃ স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজের জন্য প্রায় ৬২.০০ কোটি টাকার একটি প্রস্তাবনা বোর্ডে প্রেরণ করা হয় পরবর্তীতে বর্নিত কাজের জন্য বিশেষ বরাদ্দ চেয়ে প্রস্তাবনাটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এই কাজের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ বরাদ্দের সংস্থান করতে না পাড়ায় একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা(ডিপিপি) দ্রুত প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা পাওয়া যায়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্মারক নং-(সচি)/পরি-১/বিবিধ -৩/২০২০(২য় খন্ড)/৫৮ তারিখঃ ০৭-০৯-২০২০ খ্রিঃ মোতাবেক একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কারিগরী/সমীক্ষা কমিটিতে সংস্থা বহিঃসদস্য হিসেবে আইডব্লিউএম এবং সিইজিআইএস এর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিসহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডিজাইন, প্লানিং, পরিবেশ, কৃষি এবং মাঠ দপ্তরের প্রতিনিধিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কমিটি সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্বলিত সুপারিশ সহকারে প্রতিবেদন

প্রস্তুত করে গত ১৬/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে দাখিল করা হয় এবং সেই মোতাবেক ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পটির উপর পরিকল্পনা কমিশনে ১৬/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন সভার(পিইসি) সিদ্ধান্ত মোতাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা, বাপাউবো, ঢাকা মহোদয়ের দপ্তর স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০৩২.০৬.০০৬.২১-১৪৮, তারিখঃ ১২/১০/২০২১ খ্রিঃ মোতাবেক সমীক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক গত ১৭/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে হালনাগাদ নদীর তীর বরাবর জরিপের ভিত্তিতে ২.২৫০ কিঃমিঃ ভাংগন প্রবন দৈর্ঘ্য চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া স্পার নং-২ এর ক্ষতিগ্রস্থ শ্যাংকের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে ২০০.০০ মিটার পাওয়া যায় সেই মোতাবেক মোট ২৪৫০.০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন পানি উন্নয়ন বোর্ডে দাখিল করেন। সে মোতাবেক ডিপিপি দাখিল করা হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ যাচাই পূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক গত ১০/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। গত ১৪/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের সরকারী আদেশ জারী করা হয় এবং গত ২৪/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। প্রকল্পটির ১০-০২-২০২৪খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হলেও দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন সম্পন্ন পূর্বক প্রকল্পের ৮টি প্যাকেজের কার্যাদেশ জুলাই'২০২২ এ প্রদান করা ২০২২ সালে দীর্ঘ মেয়াদী বন্যা এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি ও সংশোধিত এডিপি তে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় না পাওয়ায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে বিল পরিশোধের জটিলতা এবং নির্মাণ সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি কারনে ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটেছে ইত্যাদি বিবেচনায় উর্ধ্বতন দপ্তরে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে পাসম স্মারকঃ ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০৪০.২০-০২, তারিখঃ ০৯/০৭/২০২৩খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ জুন'২০২৪ পর্যন্ত (এক বছর) বৃদ্ধি করা হয়।

৩২.৩ **উদ্দেশ্যঃ** লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলাধীন মহিষখোচা ইউনিয়নে তিস্তা নদীর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য এলাকা তিস্তা নদীর বামতীরের ভয়াবহ বন্যা ও নদী ভাঙ্গন হতে স্থায়ী ভাবে রক্ষা করা। তিস্তা নদীর বামতীরের ২.৪৫০ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ করে তিস্তা নদীর বামতীর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করা। উল্লেখিত এলাকায় চন্ডিমারী স্পার নং-১, মহিষখোচা স্পার নং-২ বন্যার কবল হতে রক্ষা করা। ২৫০১৫.০০ লক্ষ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত (প্রায় ৫০.০০ হাজার) জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও পরিবেশগত উন্নতি সাধন করা।

৩২.৪ প্রকল্প সংশোধন এ তার কারণ সম্পর্কিত: প্রকল্পটিতে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হয়নি। তবে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, ২০২২ সালে দীর্ঘ মেয়াদী বন্যা এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি ও সংশোধিত এডিপি তে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় না পাওয়ায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে বিল পরিশোধের জটিলতা এবং নির্মাণ সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি কারনে ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটেছে ইত্যাদি বিবেচনায় উর্ধ্বতন দপ্তরে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে পাসম স্মারকঃ ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০৪০.২০-০২, তারিখঃ ০৯/০৭/২০২৩খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ জুন'২০২৪ পর্যন্ত (এক বছর) বৃদ্ধি করা হয়।

৩৩. **প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে যৌক্তিকতা (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):**

৩৩.১ **ধারনাঃ** প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, নদী ভাঙ্গনের বর্তমান অবস্থা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় জন সাধারন এবং লালমনিরহাট বাপাউবোর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা, স্থানীয় আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থা পর্যালোচনা এবং কারিগরী ও অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় কমিটি নিম্নরূপ সুপারিশ প্রদানের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ঃ

ক) লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলাধীন মহিষখোচা ইউনিয়নের মহিষখোচা স্পার-২ আরদেন শ্যাংকের ক্ষতিগ্রস্থ ২০০.০০ মিটার এবং স্পার নং-২ এর উজানে ২২৫০.০০ মিটার অধিক ভাংগন প্রবন হওয়ায় অনতিবিলম্বে মোট ২.৪৫০ কিঃমিঃ স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অনুমোদিত নকশা এবং সর্বশেষ সিডিউল অব রেটস অনুসরন করে ২.৪৫০ কিঃ মিঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজের ব্যয় ৪৮৭৩.৯৭ লক্ষ টাকা সুপারিশ করা হয়।

খ) একাধিক অস্থিতিশীল চর ও চ্যানেলে বিভক্ত তিস্তা নদীতে বিচ্ছিন্নভাবে ড্রেজিং/চর অপসারন করে নদী ভাংগন হ্রাস করার ক্ষেত্রে সুফল প্রাপ্তির সম্ভবনা নেই এবং ড্রেজিং/চর অপসারন কাজ টেকশই হবে না।

গ) সিসি ব্লক স্থানান্তর/ডাম্পিং এর দূরত্ব ২০০ মিটারের মধ্যে ১০০% সংস্থান রেখে ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।

ঘ) প্রস্তাবিত প্রতিরক্ষামূলক কাজের জন্য নির্ধারিত স্থানের উজান ও ভাটিতেও কিছু জায়গায় ভাংগন প্রবনতা লক্ষ্য গেছে। একটি যথাযথ সমীক্ষার মাধ্যমে এ সকল এলাকায় ভাংগনরোধের একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরবর্তীতে সুপারিশের আলোকে ২.৪৫০ কিঃমিঃ অংশ প্রতিরক্ষার নিমিত্তে ডিপিপি প্রণয়ন ও দাখিল করা হয়।

৩৩.২ **নকশাঃ** প্রকল্পের ভৌত কাজের নকশা প্রণয়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে জরিপ করত নকশা উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রেরিত নকশা উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বাপাউবোর ডিজাইন সার্কেল-৬ হতে নকশা প্রণয়ন ও অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা ও কারিগরী দিক বিবেচনায় কাজ বাস্তবায়নকালীন সময়ে বিভিন্ন প্যাকেজের নকশা সংশোধনের প্রয়োজন হলে অথবা নতুন নকশার প্রয়োজন হলে সংশোধিত নকশা অনুযায়ী প্যাকেজের ভেরিয়েশন অনুমোদন পূর্বক কাজ সমূহ সম্পাদিত হয়েছে।

৩৩.৩ **স্থানঃ** প্রকল্পটির এলাকা রংপুর বিভাগের লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলায় তিস্তা নদীর বাম তীর মহিষখোচা নামক স্থানে স্পার-০২ এর উজানে ২.৪৫০ কিঃমিঃ নদী তীর বিস্তৃত।

৩৩.৪ **বাস্তবায়নকালঃ** মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল জানুয়ারী, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। পরবর্তীতে ২০২২ সালে দীর্ঘ মেয়াদী বন্যা এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি ও সংশোধিত এডিপি তে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় না পাওয়ায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে বিল পরিশোধের জটিলতা এবং নির্মাণ সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি কারনে ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটেছে ইত্যাদি বিবেচনায় উর্ধ্বতন দপ্তরে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে পাসম স্মারকঃ ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০৪০.২০-০২, তারিখঃ ০৯/০৭/২০২৩খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ জুন'২০২৪ পর্যন্ত (এক বছর) বৃদ্ধি করা হয়।

৩৪. প্রকল্প পরিকল্পনা, অর্থায়ন ও প্রযোজ্যতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):

৩৪.১ **প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ** "লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ" শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্মারক নং-(সচি)/পরি-১/বিবিধ -৩/২০২০(২য় খন্ড)/৫৮ তারিখঃ ০৭-০৯-২০২০ খ্রিঃ মোতাবেক একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কারিগরী/সমীক্ষা কমিটিতে সংস্থা বহিঃসদস্য হিসেবে আইডব্লিউএম এবং সিইজিআইএস-এর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিসহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডিজাইন, প্লানিং, পরিবেশ, কৃষি এবং মাঠ দপ্তরের প্রতিনিধিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কমিটি সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্বলিত সুপারিশ সহকারে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে গত ১৬/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে দাখিল করা হয় এবং সেই মোতাবেক ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পটির উপর পরিকল্পনা কমিশনে ১৬/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন সভার(পিইসি) সিদ্ধান্ত মোতাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা, বাপাউবো, ঢাকা মহোদয়ের দপ্তর স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০৩২.০৬.০০৬.২১-১৪৮, তারিখঃ ১২/১০/২০২১ খ্রিঃ মোতাবেক সমীক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক গত ১৭/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে হালনাগাদ নদীর তীর বরাবর জরিপের ভিত্তিতে ২.২৫০ কিঃমিঃ ভাংগন প্রবন দৈর্ঘ্য চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া স্পার নং-২ এর ক্ষতিগ্রস্থ শ্যাংকের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে ২০০.০০ মিটার পাওয়া যায় সেই মোতাবেক মোট ২৪৫০.০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন পানি উন্নয়ন বোর্ডে দাখিল করেন। এরই ধারাবাহিকতায় কারিগরী কমিটির সুপারিশ মালার আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়।

৩৪.২ **প্রকল্প সনাক্তকরণঃ** স্পার-০১ এবং ০২ মধ্যবর্তী স্থানে ভাংগন রোধ কল্পে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২.০০ কিঃমিঃ স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজের জন্য প্রায় ৬২.০০ কোটি টাকার একটি প্রস্তাবনা বোর্ডে প্রেরণ করা হয় পরবর্তীতে বর্নিত কাজের জন্য বিশেষ বরাদ্দ চেয়ে প্রস্তাবনাটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এই কাজের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ বরাদ্দের সংস্থান করতে না পাড়ায় একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা(ডিপিপি) দ্রুত প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা পাওয়া যায়। মাঠ পর্যায় হতে "লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ" শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা হয়। বোর্ড কর্তৃক গঠিত কারিগরী কমিটি তাদের দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রকল্পটির নাম অপরিবর্তিত রেখে সুপারিশ করেন। পরবর্তীতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক গত ১০/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটি "লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ শিরোনামে অনুমোদিত হয়।

৩৪.৩ **প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নঃ** "লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ" শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্মারক নং-(সচি)/পরি-১/বিবিধ -৩/২০২০(২য় খন্ড)/৫৮ তারিখঃ ০৭-০৯-২০২০ খ্রিঃ মোতাবেক একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কারিগরী কমিটি মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্বলিত সুপারিশ সহকারে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে গত ১৬/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে দাখিল করা হয় এবং সেই মোতাবেক গত ২০-০৯-২০২০ইং তারিখে বোর্ডে ডিপিপি দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে ২৭/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের যাচাই সভা পানি উন্নয়ন বোর্ডে অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তে তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের পরিবর্তে যদি সহজ শর্তে জমি পাওয়া যায় তবে ২ টি স্পার নির্মাণের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের যাচাইসভার সিদ্ধান্ত এবং এলাকাবাসীর আবেদন অনুসারে ডিপিপি খানা পুনঃপ্রস্তত করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে দাখিলকৃত ডিপিপির উপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে গত ০১/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিস্তা নদীকে নিয়ে একটি সমন্বিত উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রস্তাবিত আছে বিধায় মহাপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের পূর্বে শুধুমাত্র অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে স্বল্প ব্যায়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি মহোদয় মতামত প্রদান করেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি খানা পুর্নঃগঠন করে ১৭/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ডিপিপি খানা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। দাখিলকৃত ডিপিপি এর উপর পরিকল্পনা কমিশনে ১৬/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের মুল্যায়ন সভা(পিইসি) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত নং-৬.২ মোতাবেক নদী গবেষনা ইনষ্টিটিউটের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন পূর্বক প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ প্রকল্পের মূল কাজের দৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্টভাবে নিরুপন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের মুল্যায়ন সভার(পিইসি) সিদ্ধান্ত অনুসারে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা, বাপাউবো, ঢাকা মহোদয়ের দপ্তর স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০৩২.০৬.০০৬.২১-১৪৮, তারিখঃ ১২/১০/২০২১ খ্রিঃ মোতাবেক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক গত ১৭/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে হালনাগাদ নদীর তীর বরাবর জরিপের ভিত্তিতে ২.২৫০ কিঃমিঃ ভাংগন প্রবন দৈর্ঘ্য চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া স্পার নং-২ এর ক্ষতিগ্রস্থ শ্যাংকের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে ২০০.০০ মিটার পাওয়া যায় সেই মোতাবেক মোট ২৪৫০.০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন পানি উন্নয়ন বোর্ডে দাখিল করেন। এরই ধারাবাহিকতায় কারিগরী কমিটির সুপারিশ মালার আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়।

৩৪.৪ **প্রকল্পের প্রাক-মূল্যায়নঃ** প্রযোজ্য নয়।

৩৪.৫ **অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩৪.৬ **প্রকল্প অনুমোদনঃ** প্রকল্প প্রস্তাবনাটি পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ যাচাই পূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক গত ১০/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। গত ১৪/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের সরকারী আদেশ জারী করা হয় এবং গত ২৪/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

৩৪.৭ **অন্যান্য (যদি থাকে)০ঃ** পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০৪০.২০-০২, তারিখঃ ০৯/০৭/২০২৩খ্রিঃ অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদকাল জুন, ২০২৩ এর পরিবর্তে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়।

৩৫. প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর অবস্থা ও প্রকল্পের ফলাফল বিশ্লেষণ (নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে):

৩৫.১ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে উপকারভোগীদের সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল কি নাঃ** স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ এবং জেলা প্রশাসন ও উপকারভোগীদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের আশায় এলাকাবাসী স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী বর্ষার পূর্বেই কাজ বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট ও সভাপতি, "জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি" এর নিকট গন আবেদন করেন। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে উপকারভোগীদের সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল তা বলাই বাহুল্য।

৩৫.২ **প্রকল্প থেকে সৃষ্ট সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য কার্যক্রমঃ** প্রকল্পটি ০২ (দুই) বছর মেয়াদে গত জুন,২০২৪ সালে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন সময়ে পাউবোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সার্বক্ষনিক তদারকি, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ততা প্রকল্পটি সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রেখেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জন মানুষের বিপুল পরিমান সম্পদ, জানমালের নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে প্রকল্প এলাকা রক্ষা পেয়েছে। প্রকল্পের এই অর্জিত সুবিধা টেকসই করার লক্ষ্যে পাউবো, স্থানীয় প্রশাসন সহ জনগনের সরাসরি সম্পৃক্ততা ও নিয়মিত তদারকি জরুরী। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগনকে সার্বিক বিষয়ে জ্ঞাত করে প্রাথমিক করণীয় কার্যাবলী সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয়ভাবে সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য উৎসাহ প্রদান করা হবে। ফলে প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই হওয়ার পাশাপশি গ্রাশীণ আর্থ সামাজিক অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি হবে।

৩৫.৩ **প্রকল্পের ও এন্ড এম কার্যক্রমঃ** অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলনের বিভিন্ন আইটেম সমূহ যথাযথ ও যৌক্তিক মনে হলেও মাঠ পর্যায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাজ বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তাই অপর্যাপ্ত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের লাইফটাইম হ্রাসসহ অকাল পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রকল্পের সমাপ্ত পরবর্তী সময়ে যেকোন অঙ্গের মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হলে তা অর্থবছর ভিত্তিক সরকারের রাজস্ব বরাদ্দ হতে পরিচালন ব্যয় খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। এক্ষেত্রে পরিচালন ব্যয় খাতে পরিমিত বরাদ্দ, আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ সহ বাপাউবোর মাঠ দপ্তরের কর্মকর্তাদের যুযোগযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা জরুরী।

৩৫.৫ **প্রকল্পের প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)০ঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দীর্ঘ মেয়াদে পরিমাপযোগ্য ও অপরিমাপযোগ্য দুই ধরনের সফলতা প্রত্যাশা করা হচ্ছে। যেমন ২.৪৫০ স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকা ইতিমধ্যে নদী ভাঙাণ থেকে রক্ষা পেয়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধটি অক্ষত থাকায় খনিয়াগাছ ও মহিষখোচা ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছে। কৃষির জমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৩৫.৬ **প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ব্যবস্থাঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙ্গান হ্রাসের ফলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তি ছোঁয়ায় এনে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার অবারিত সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়াও সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দ্বার প্রসারিত হয়েছে। পাশাপাশি প্রকল্পটি সম্পাদনের ফলে সুবিধাভোগী বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য হাট-বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হবে।

৩৫.৭ **প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন সময়ে সৃষ্ট বিশাল কর্মযজ্ঞের সময় সহায় সম্বলহীন নিঃস্ব, হতদরিদ্র ও দিনমজুর মানুষ সরাসরি প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়।

৩৫.৮ **আত্ম-কর্মসংস্থানের সম্ভাব্যতাঃ** বর্তমানে প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ায় এলাকার মানুষের মনে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। এছাড়াও বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলী জমি বন্যা ও নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা পাওয়ায় মানুষ কৃষি ও মৎস্য চাষকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে আগ্রহী হয়েছে। এতে নতুন আত্ম কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

৩৫.৯ **নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগের সম্ভাব্যতাঃ** যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারী ও শিশু সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙ্গন হ্রাসের ফলে নারী ও শিশুর নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে। মেয়ে শিশুরা শিক্ষার জন্য স্কুলে যেতে আগ্রহী হচ্ছে। এতে শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও নিরাপদ পরিবেশের কারনে প্রকল্প এলাকার নারীদের মধ্যে কৃষি, মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপন, গবাদি পশু পালনে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। দিনকে দিন পোশাক শিল্পের বিভিন্ন কারখানায় তাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে।

৩৫.১০ **উন্নয়নের নারীদের অংশ গ্রহণঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্প এলাকায় বিশাল কর্মযজ্ঞের সৃষ্টি হয়। এ সময় সহায় অসহায় ও হতদরিদ্র নারীরা সরাসরি প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় পরিবেশগত নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় কন্যা শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

৩৫.১১ **আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাবঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙ্গন হ্রাসের ফলে নিরাপত্তা বিধানের কারনে জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছে। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের কারনে নতুন করে দেকানপাট ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে। প্রকল্প এলাকার অসংখ্য মানুষ কৃষি ও মৎস্য চাষকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে আগ্রহী হয়েছে। প্রকল্পটি সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে প্রকল্প এলাকাটি ধীরে ধীরে নগরায়নের দিকে ধাবিত হবে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সরকার ও বিভিন্ন এনজিও বিনিয়োগে আগ্রহী হবে। প্রকল্প এলাকায় নতুন রাস্তা ঘাট, বিভিন্ন সরকারী স্থাপনা, স্কুল কলেজ, হাট বাজার সহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হবে। এছাড়াও গ্রামীণ আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতির ফলে প্রকল্প এলাকা আধুনিকতার ছোঁয়া পাবে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে।

৩৫.১২ **পরিবেশের ওপর প্রভাবঃ** প্রকল্পটি রেড ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙ্গণ হ্রাস পেয়েছে। ফলে এলাকায় কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও বন্যার পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, মাছের উৎপাদন, হাঁস মুরগী পালন বৃদ্ধি সহ বৃক্ষরাজি ফুলে ফুলে সুশোভিত হয়েছে। এতে প্রকল্প এলাকার জানমাল, আর্থ সামাজিক কার্যক্রম সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পেয়েছে। যা সামগ্রিক জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

৩৫.১৩ **প্রকল্প টেকসইকরণ ও এক্সিট প্ল্যানঃ** প্রকল্পটি সরকাররের টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (SDG) এবং বাপাউবোর মিশন/ভিশনের সাথে সম্পৃক্ত। প্রকল্পের ফলাফল টেকসই করার জন্য জনগনের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়াও বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থার মধ্যে সমন্বয় করে কার্যকর ও দক্ষ ব্যবস্থপনা এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জন মানুষের বিপুল পরিমান সম্পদ, জানমালের নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে প্রকল্প এলাকা রক্ষা পেয়েছে। প্রকল্পের এই অর্জিত সুবিধা টেকসই করার লক্ষ্যে পাউবো, স্থানীয় প্রশাসন সহ জনগনের সরাসরি সম্পৃক্ততা ও নিয়মিত তদারকি জরুরী। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগনকে সার্বিক বিষয়ে জ্ঞাত করে প্রাথমিক করণীয় কার্যাবলী সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয়ভাবে সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য উৎসাহ প্রদান করা হবে। ফলে প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই হওয়ার পাশাপশি গ্রাশীণ আর্থ সামাজিক অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি হবে। এছাড়াও প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার পরিবেশের উত্তর উত্তর উন্নতির মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

৩৫.১৪ **দারিদ্র দুরিকরণ/হ্রাসকরণে অবদানঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কৃষি জমি ভাঙ্গনের হাত থেকে পাওয়ায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের কারনে নতুন করে দোকানপাট ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে। প্রকল্প এলাকার অসংখ্য মানুষ কৃষি ও মৎস্য চাষকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে আগ্রহী হয়েছে।

৩৫.১৫ **জনপ্রতিনিধি, স্থায়ী অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, মহিলা প্রতিনিধি প্রমুখের মতামতঃ** প্রকল্পটি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নকালীন সময়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জেলা প্রশাসন ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ সমুহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্তির পরে কাজের সার্বিক অগ্রগতি এবং প্রকল্পের সুফল সম্পর্কে এর সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ করা হলে সকলেই প্রকল্পটির ব্যাপারে সন্তোষজনক অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৩৫.১৬ **ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে অবদান এবং এনজিও কর্মকান্ডের সাথে দ্বৈততা সম্পর্কে মতামতঃ** প্রকল্প এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ সার্বিক উন্নয়নের কারনে বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান সেখানে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। এতে করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্রঋণ সুবিধার আওতায় এসে তাদের জীবনমান পরিবর্তনে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। এনজিও সমূহ সকলের সাথে সমন্বয় করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করলে যেকোন দ্বৈততা এড়ানো সম্ভব হবে।

৩৬. **প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভুত সমস্যা (মেয়াদ ও সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা (নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনা) করা যেতে পারে:**

৩৬.১ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পটি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পানি উন্নয়ন সার্কেল-১, বাপাউবো, রংপুর এর কারিগরী ও প্রশাসনিক তদারকির মাধ্যমে নির্বাহী প্রকৌশলী, লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, লালমনিরহাট এর দপ্তরাধীন বিদ্যমান জনবল কাঠামো ব্যবহার করে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩৬.২ **প্রকল্প পরিচালকঃ** প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক হিসাবে নির্বাহী প্রকৌশলী, লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, লালমনিরহাট দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩৬.৩ **ভূমি অধিগ্রহণঃ** প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়নি।

৩৬.৪ **ক্রয় কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে পন্য ০১ টি, কার্য ৮ টি ও সেবা ০ টি সহ মোট ৯ টি প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কার্য সংশ্লিষ্ট সকল প্যাকেজই জিওবি তহবিলের আওতায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (ওটিএম-এনসিটি) আহবান করা হয়। পন্য সংগ্রহ সংক্রান্ত প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম আরএফকিউ পদ্ধতি ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়।

৩৬.৫ **পরামর্শ সেবাঃ** পরামর্শ সেবা গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি।

৩৬.৬ **ঠিকাদারঃ** প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮, বাপাউবোর Delegation of Financial Power-2016, সরকার ও বাপাউবোর ক্রয় সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তর হতে সময় সময় জারীকৃত আদেশ ও বিধি বিধানের আলোকে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরনপূর্বক কাজের ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে।

৩৬.৭ **লোকবলঃ** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিদ্যমান জনবল কাঠামো ব্যবহার করে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। সরাসরি জনবল নিয়োগের প্রয়োজন হয়নি।

৩৬.৮ **আইন শৃংখলাঃ** স্থানীয় জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনের সার্বিক সহযোগীতায় সুশৃঙ্খল আইন শৃংখলার পরিবেশ বজায় রেখে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। বিশেষ করে নদীর খননকৃত বালু নিলাম করনের জন্য জেলা/উপজেলা পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি, ভূমি অফিস এবং সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ প্রশাসনের সহযোগী ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

৩৬.৯ **প্রাকৃতিক দুর্যোগঃ** বছরের নির্ধারিত সময়ে বন্যার কারনে নদীতে পানির গভীরতা বৃদ্ধি ও কাজের প্রতিকূল পরিবেশের কারনে বিভিন্ন প্যাকেজের কাজ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করতে না পারায় কাজের সময় বর্ধিতকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগের কারনে কাজের গুনগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পুনরায় তা মেরামত করতে সময়ের অপচয় হয়েছে।

৩৬.১০ **প্রকল্পে অর্থায়নঃ** প্রকল্পের সকল প্যাকেজের কাজ বাংলাদেশ সরকারের জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩৬.১১ **বরাদ্দ ও অর্থ ছাড়ঃ** প্রকল্পটি ২০২১-২০২২ অর্থবছর (জানুয়ারী/২০২০) হতে বাস্তবায়নের অনুমোদন থাকলেও বরাদ্দ না থাকায় এবং জিও জারী, প্রশাসনিক অনুমোদন ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না হওয়ায় উক্ত অর্থবছরে কাজ শুরু করা সম্ভব হয় নি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হলেও ছাড় করা হয় ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ১৪৭৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান ও অর্থছাড় করা হয়।

৩৬.১২ **নকশা প্রস্তুত ও অনুমোদনঃ** প্রকল্পের ভৌত কাজের নকশা প্রণয়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে জরিপ করত নকশা উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রেরিত নকশা উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বাপাউবোর ডিজাইন সার্কেল-৬ হতে নকশা প্রণয়ন ও অনুমোদিত হয়েছে।

৩৬.১৩ **প্রকল্প সহায়তা ছাড়করণ এবং পুর্ণভরণঃ** প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৪ **মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিঃ** মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল জানুয়ারী, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। পরবর্তীতে ২০২২ সালে দীর্ঘ মেয়াদী বন্যা এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি ও সংশোধিত এডিপি তে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় না পাওয়ায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে বিল পরিশোধের জটিলতা এবং নির্মাণ সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি কারনে ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটেছে ইত্যাদি বিবেচনায় উর্ধ্বতন দপ্তরে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে পাসম স্মারকঃ ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০৪০.২০-০২, তারিখঃ ০৯/০৭/২০২৩খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ জুন'২০২৪ পর্যন্ত (এক বছর) বৃদ্ধি করা হয়।

৩৬.১৫ **তত্ত্বাবধান/পরিবীক্ষণঃ** প্রকল্পটি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পানি উন্নয়ন সার্কেল-১, বাপাউবো, রংপুর এর কারিগরী ও প্রশাসনিক তদারকির মাধ্যমে নির্বাহী প্রকৌশলী, নী লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, লালমনিরহাট এর দপ্তরাধীন বিদ্যমান জনবল কাঠামো ব্যবহার করে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়নকালীন সময়ে উর্দ্ধতন দপ্তর যেমন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, আইএমইডি প্রতিনিধি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং বাপাউবো'র কেন্দ্রীয় দপ্তরের প্রতিনিধিবর্গ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের পরিবীক্ষণ সহ মূল্যায়ন প্রদান করেছেন।

৩৬.১৬ **সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বঃ** মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়নকালীন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে জটিলতার উদ্ভব ঘটলে এর সমাধানের জন্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সাময়িকভাবে কাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

৩৬.১৭ **যানবাহনঃ** প্রকল্পের অধীনে কোনো যানবাহন সংস্থান না থাকায় বিকল্প ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাইট তদারকি করতে হয়েছে। এতে করে যাতায়াতের অসুবিধার কারনে কালক্ষেপন হয়েছে যা প্রকল্পের কাজের জন্য সহায়ক হয়নি।

৩৬.১৮ **প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পটির আওতায় কোনরূপ প্রশিক্ষণ এর সংস্থান নেই।

৩৬.১৯ **অনুমোদনঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে দরপত্র প্রণয়ন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে সরকারী বিধি বিধান অনুসরন করা হয়েছে।

৩৬.২০ **অন্যান্যঃ** মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির ব্যয় ৪৯৩৪.৯৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সমাপ্তির পরে ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় ৪৪২৯.৩৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্পটি থেকে সরকারের ৫০৫.৫৮ লক্ষ টাকা অর্থের সাশ্রয় হয়েছে।

৩৭. **প্রকল্প পরিচালকের মতামত এবং সুপারিশ:** "লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ" শীর্ষক প্রকল্পটি লালমনিরহাট জেলার মহিষখোচা ইউনিয়নে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি অনুমোদিত বর্ধিত সময়ের (জুন/২০২৪) মধ্যে সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় ২.৪৫০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদীর ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় কৃষিজ জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত ৫০ হাজার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি পরিবেশ, জীব-বৈচিত্র রক্ষা পেয়েছে। প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একইসাথে নারীর ক্ষমতায়নের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। ফলে সরকার ও বিভিন্ন এনজিও বিনিয়োগে আগ্রহী হবে। প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙ্গাণ রোধ হওয়ায় বিভিন্ন সরকারী স্থাপনা, স্কুল কলেজ, হাট বাজার সহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হবে। এছাড়াও গ্রামীণ আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতির ফলে প্রকল্প এলাকা আধুনিকতার ছোঁয়া পাবে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে। প্রকল্পটি বিশেষভাবে সরকারের SDG, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১, পানি ব্যবস্থাপনার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ডেল্টা প্লান-২১০০ এর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। প্রকল্পের ফলাফল টেকসই করার জন্য জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থার মধ্যে সমন্বয় করে কার্যকর ও দক্ষ ব্যবস্থপনা এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পের অর্জিত সুফল ভোগ করা সহ কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পাউবো, স্থানীয় প্রশাসন সহ জনগনের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগনকে সার্বিক বিষয়ে জ্ঞাত করে প্রাথমিক করণীয় কার্যাবলী সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয়ভাবে সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে। ফলে প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই হওয়ার পাশাপশি গ্রামীণ আর্থ সামাজিক অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি হবে। এছাড়াও প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার পরিবেশের উত্তর উত্তর উন্নতির মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

তারিখ:.......... ২৮/০৮/২০২৪

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবিসহ স্বাক্ষর ও সীল

(সুনীল কুমার)
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
পরিচিতি নং-৭০০৮০৭০০১
লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ,
বাপাউবো, লালমনিরহাট।

৩৮. সংস্থা প্রধানের মতামত এবং সুপারিশ:

তিস্তা নদীর বামতীরের ভাঙ্গন হতে লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলাধীন মহিষখোচা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নদী ভাঙ্গানের কবল হতে রক্ষা করা হয়েছে। এতে প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সার্থক বলে প্রতীয়মান হয়।

তারিখ:...২৮-৯-২৪.........

২৮/৯/২৪

সংস্থা প্রধানের নাম ও পদবিসহ স্বাক্ষর ও সীল

(Muhammad Amirul Haq Bhuiya)
ID No. 660118001
Director General
BWDB, Dhaka.

৩৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব/সিনিয়র সচিবের মতামত এবং সুপারিশ:

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সুফল অব্যাহত ও স্থায়ী রাখার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

তারিখ:.....................................

মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব/সিনিয়র সচিবের স্বাক্ষর ও সীল

পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত:

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা											চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
তিস্তা/জি/লাল-০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (প্রিন্টারসহ এক্সেসরিজ)	পরিকল্পনা: ১.০০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	১০-০১-২২		০৭-০৩-২০২৩	০৭-০৩-২০২৩	০৭-০৩-২০২৩	১.০০	১.০০ ০৭-০৩-২০২৩	১৪-০৩-২০২৩	১৪-০৩-২০২৩
		প্রকৃত: ১.০০	আরএফকিউ		২০-০২-২০২৩								
		ব্যত্যয়: ০.০০											
	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	পরিকল্পনা: ৫.০০	প্রকল্পের রাজস্ব খাতভুক্ত পেট্রোল , অয়েল ও লুব্রিক্যান্ট (কোড নং- ৩২৪৩১০১) অঙ্গের জন্য মূল ডিপিপিতে সংস্থান ছিল ৫.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বিভিন্ন আর্থিক বছরে প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি নগদ ক্রয়ের (Direct Cash Purchase) মাধ্যমে ৪.৭৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।										
		প্রকৃত:											
		ব্যত্যয়:											
	মুদ্রণ ও বাঁধাই	পরিকল্পনা:			১৫-০৫-২০২৩		২৩-০৫-২৩	২৩-০৫-২৩	২৩-০৫-২৩	১.৫০ তাং ২৩-০৫-২৩	১.৪৯৯	১৫-০৬-২৩	১৫-০৬-২৩
		প্রকৃত:	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক									
		ব্যত্যয়:											
	ষ্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প	পরিকল্পনা:			১৫-০৫-২০২৩		২৩-০৫-২৩	২৩-০৫-২৩	২৩-০৫-২৩	২.০০ তাং ২৩-০৫-২৩	২.০০	১৫-০৬-২৩	১৫-০৬-২৩
		প্রকৃত:	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক									
		ব্যত্যয়:											
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	পরিকল্পনা:			২১-০৫-২০২৩		২৯-০৫-২৩	২৯-০৫-২৩	২৯-০৫-২৩	১.০০ তাং ২৩-০৫-২৩	০.৯৯৯	২৫-০৬-২৩	২৫-০৬-২৩
		প্রকৃত:	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক									
		ব্যত্যয়:											

সংযুক্তি-খ

কার্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা											চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
তিস্তা/ডাব্লিও /লাল-০১	লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলাধীন মহিষখোচা ইউনিয়নের গোবর্ধন নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীরে অবস্থিত স্পার নং ২ এর কিঃমিঃ ০.৬২২ হতে কিঃমিঃ ০.৮২২ = ২০০.০০ মিটার মাটির শ্যাংক মজবুদ করণ কাজ।	পরিকল্পনা: ৩৬২.৬৪	ওটিএম (এন সিটি)	DoFP মোতাবেক	১০-০১-২০২২	১) দৈনিক সংবাদ ২) যুগের আলো ৩) Dhaka Tribune তারিখ: ২২-০৩-২০২২	১৩-০৪-২০২২	২৯-০৫-২০২২	২৯-০৫-২০২২	৩২৪.৩০ তাং- ১৯-০৬-২০২২	৩২৩.৮০	২৯-০৬-২০২৩	৩১-১১-২০২৩
		প্রকৃত: ৩৬০.৩৩	ওটিএম (এন সিটি)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২১-০৩-২০২২								
		ব্যত্যয়: ২.৩১		-	৭২ দিন								
তিস্তা/ডাব্লিও /লাল-০২	লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলাধীন মহিষখোচা ইউনিয়নের আমের তল নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর বরাবর কিঃমিঃ ১৫.১৯০ হতে কিঃমিঃ ১৫.৪৪০ = ২৫০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা: ৪৯২.৯৪	ওটিএম (এন সিটি)	DoFP মোতাবেক	১০-০১-২০২২	১) দৈনিক সংবাদ ২) যুগের আলো ৩) Dhaka Tribune তারিখ: ২২-০৩-২০২২	১৩-০৪-২০২২	২৯-০৫-২০২২	২৯-০৫-২০২২	৪৪২.৮২ তাং- ১৫-০৬-২০২২	৪৪২.১৪	২৯-০৬-২০২৩	১৯-১১-২০২৩
		প্রকৃত: ৪৯২.০২	ওটিএম (এন সিটি)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২১-০৩-২০২২								
		ব্যত্যয়: ০.৯২		-	৭২ দিন								
তিস্তা/ডাব্লিও /লাল-০৩	লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলাধীন মহিষখোচা ইউনিয়নের আমের তল নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর বরাবর কিঃমিঃ ১৫.৪৪০ হতে কিঃমিঃ ১৫.৬৪০ = ২০০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা: ৩৯৩.৮৭	ওটিএম (এন সিটি)	DoFP মোতাবেক	১০-০১-২০২২	১) দৈনিক সংবাদ ২) যুগের আলো ৩) Dhaka Tribune তারিখ: ২২-০৩-২০২২	১৩-০৪-২০২২	২৯-০৫-২০২২	২৯-০৫-২০২২	৩৫৩.৯৪ তাং- ১৯-০৬-২০২২	৩৫৩.৬৫	২৯-০৬-২০২৩	০৯-১১-২০২৩
		প্রকৃত: ৩৯৩.২৭	ওটিএম (এন সিটি)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২১-০৩-২০২২								
		ব্যত্যয়: ০.৬০		-	৭২ দিন								
তিস্তা/ডাব্লিও	লালমনিরহাট জেলার	পরিকল্পনা: ৪৯২.৬৫	ওটিএ	DoFP	১০-০১-২০২২	১) দৈনিক	১৩-০৪-	২৯-০৫-২০২২	২৯-০৫-	৪৪২.৬৬	৪৩৫.২৭	২৯-০৬-	০৯-১১-

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা											চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
/লাল-০৪	আদিতমারী উপজেলাধীন মহিষখোচা ইউনিয়নের দক্ষিণ রজবপাড়া নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর বরাবর কিঃমিঃ ১৫.৬৪০ হতে কিঃমিঃ ১৫.৮৯০ = ২৫০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।		ম (এন সিটি)	মোতাবেক		সংবাদ ২) যুগের আলো ৩) Dhaka Tribune তারিখ: ২২-০৩-২০২২	২০২২		২০২২	তাং- ১৯-০৬-২০২২		২০২৩	২০২৩
		প্রকৃত: ৪৯১.৮৫	ওটিএম (এন সিটি)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২১-০৩-২০২২								
		ব্যত্যয়: ০.৮০		-	৭২ দিন								
তিস্তা/ডাব্লিও /লাল-০৫	লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলাধীন মহিষখোচা ইউনিয়নের দক্ষিণ রজবাপাড়া নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর বরাবর কিঃমিঃ ১৫.৮৯০ হতে কিঃমিঃ ১৬.২৪০ = ৩৫০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা: ৭১০.০০	ওটিএম (এন সিটি)	DoFP মোতাবেক	১০-০১-২০২২	১) দৈনিক সংবাদ ২) যুগের আলো ৩) Dhaka Tribune তারিখ: ২২-০৩-২০২২	২০-০৪-২০২২	২৯-০৫-২০২২	২৯-০৫-২০২২	৬৩৭.৭৭ তাং- ১৯-০৬-২০২২	৬২৪.২৬	২৯-০৬-২০২৩	০৭-১১-২০২৩
		প্রকৃত: ৭০৮.৬৩	ওটিএম (এন সিটি)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২১-০৩-২০২২								
		ব্যত্যয়: ১.৩৭		-	৭২ দিন								
তিস্তা/ডাব্লিও /লাল-০৬	লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলাধীন মহিষখোচা ইউনিয়নের দক্ষিণ চৌড়াহা নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর বরাবর কিঃমিঃ ১৬.২৪০ হতে কিঃমিঃ ১৬.৫৯০ = ৩৫০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা: ৭১০.৪৩	ওটিএম (এন সিটি)	DoFP মোতাবেক	১০-০১-২০২২	১) দৈনিক সংবাদ ২) যুগের আলো ৩) Dhaka Tribune তারিখ: ২২-০৩-২০২২	২০-০৪-২০২২	২৯-০৫-২০২২	২৯-০৫-২০২২	৬৩৭.৯৯ তাং- ১৬-০৬-২০২২	৬১৮.৮৯	২৯-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩
		প্রকৃত: ৭০৮.৮৭	ওটিএম (এন সিটি)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২১-০৩-২০২২								
		ব্যত্যয়: ১.৫৬		-	৭২ দিন								
তিস্তা/ডাব্লিও /লাল-০৭	লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলাধীন মহিষখোচা ইউনিয়নের কুটিরপাড় নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর বরাবর কিঃমিঃ ১৬.৫৯০ হতে কিঃমিঃ ১৭.০৩০ = ৪৪০.০০	পরিকল্পনা: ৮৮৫.৯১	ওটিএম (এন সিটি)	DoFP মোতাবেক	১০-০১-২০২২	১) দৈনিক সংবাদ ২) যুগের আলো ৩) Dhaka Tribune তারিখ:	২০-০৪-২০২২	২৯-০৫-২০২২	২৯-০৫-২০২২	৮৩৭.৮১ তাং- ১৫-০৬-২০২২	৮৩৭.৬৩	২৯-০৬-২০২৩	২৫-১১-২০২৩
		প্রকৃত: ৮৮৪.২৪	ওটিএম (এন	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২১-০৩-২০২২								

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা											চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
	মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।		সিটি)			২২-০৩-২০২২							
		ব্যত্যয়: ১.৬৭		-	৭২ দিন								
তিস্তা/ডাব্লিও/লাল-০৮	লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলাধীন মহিষখোচা ইউনিয়নের কুটিরপাড় নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর বরাবর কিঃমিঃ ১৭.০৩০ হতে কিঃমিঃ ১৭.৪৪০ = ৪১০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা: ৮২৫.৫১	ওটিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক	১০-০১-২০২২	১) দৈনিক সংবাদ ২) যুগের আলো ৩) Dhaka Tribune তারিখ: ২২-০৩-২০২২	২০-০৪-২০২২	২৯-০৫-২০২২	২৯-০৫-২০২২	৭৭৩.০১ তাং- ১৫-০৬-২০২২	৭৭৩.০১	২৯-০৬-২০২৩	২৩-১১-২০২৩
		প্রকৃত: ৮২৩.৬৭	ওটিএম (এনসিটি)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২১-০৩-২০২২								
		ব্যত্যয়: ১.৮৪		-	৭২ দিন								

সংযুক্তি-গ

সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা											চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
শূন্য													